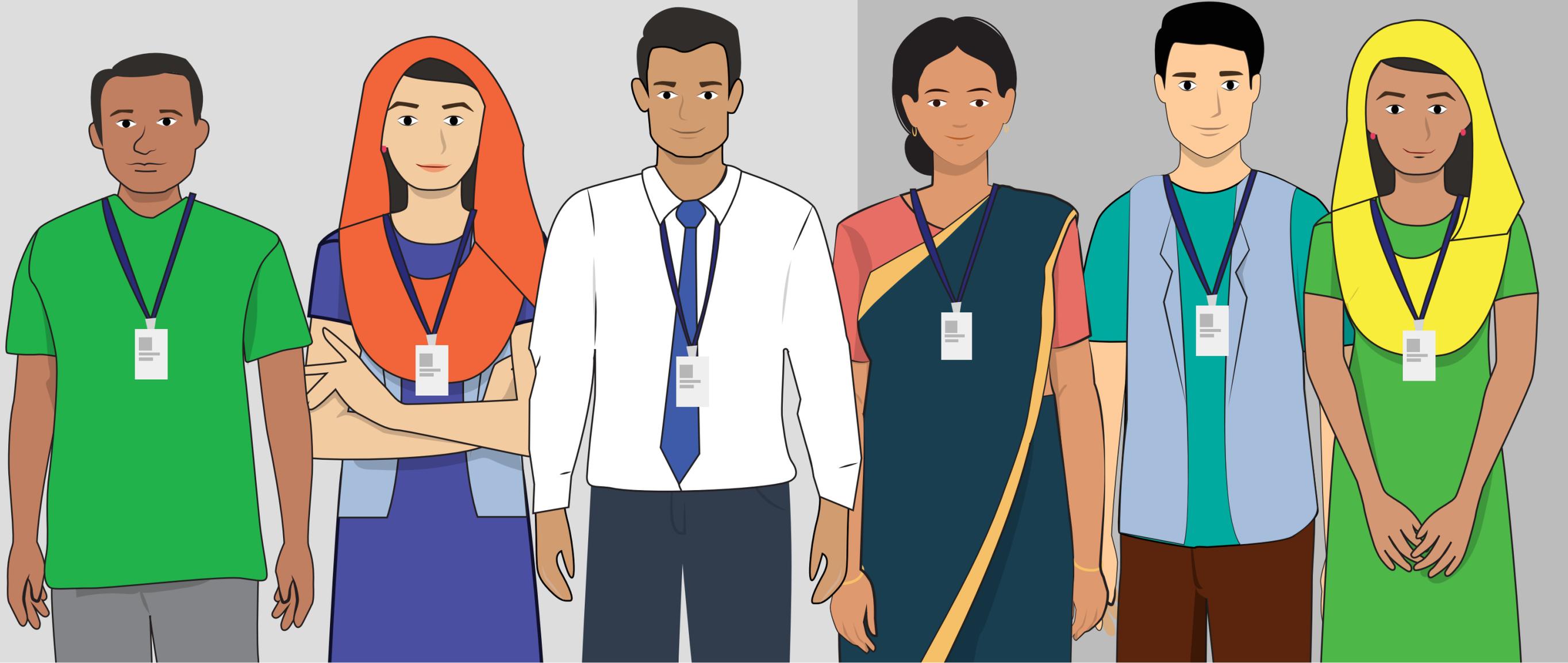


জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ



সামাজিক সংলাপ

সামাজিক সংলাপ একটি প্রক্রিয়া যেখানে মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ বিষয়ে আলোচনা, তথ্যের আদান-প্রদান এবং সমঝোতার মাধ্যমে যেকোন সমস্যার সমাধান।

সামাজিক সংলাপের জন্য যা প্রয়োজন-

- ১ পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস
- ২ পারস্পরিক সহযোগিতা
- ৩ পারস্পরিক যোগাযোগ

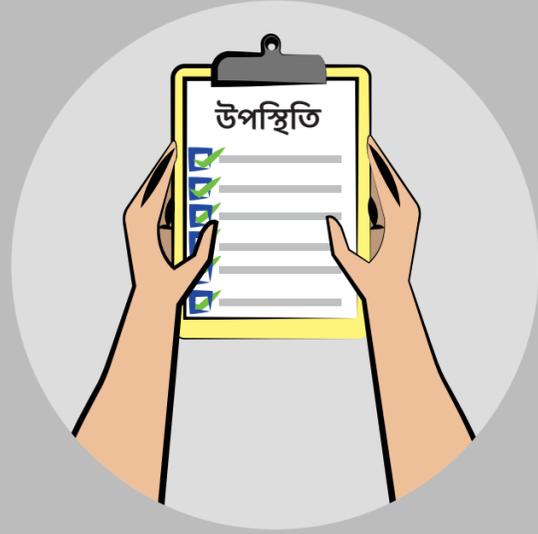
সামাজিক সংলাপ



ফ্যাক্টরিতে সামাজিক সংলাপের সুফল

- ১ মালিক ও শ্রমিক উভয়ের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা যায়;
- ২ মালিক ও শ্রমিক তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়;
- ৩ মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব/অসন্তোষ কম হয়;
- ৪ মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যেকোন সমস্যার সমাধান সহজ হয়;
- ৫ মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং আস্থা দৃঢ় হয়;
- ৬ সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;
- ৭ শ্রমিকদের মনোভাব বোঝা সম্ভব হয়;
- ৮ শ্রমিক অনুপস্থিতির হার কমানো সম্ভব হয়।

ফ্যাক্টরিতে সামাজিক সংলাপের সুফল



গ্রীন সোশ্যাল ডায়লগ [জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ]

গ্রীন সোশ্যাল ডায়লগ বা জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ হলো এমন একটি ধারণা যেখানে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি এবং মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতা প্রক্রিয়ায় জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্তি এবং বাস্তবায়ন।



জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ

গ্রীন সোশ্যাল ডায়ালগ



জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের লক্ষ্য

- ১ পোশাক শ্রমিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা;
- ২ জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে সক্ষম করে তোলা;
- ৩ কারখানার কর্মীদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ৪ কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিরা মিলে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের প্রভাব মোকাবিলায় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপের লক্ষ্য



জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ কেন প্রয়োজন

- ১ পোশাক শ্রমিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা;
- ২ জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে সক্ষম করে তোলা;
- ৩ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসে সম্মিলিত অবদান রাখার প্রচেষ্টা চালানো;
- ৪ কারখানার কর্মীদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ কেন প্রয়োজন



পোশাকশিল্পে পরিবেশগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গ্রীন সোশ্যাল ডায়লগ

বাংলাদেশে পোশাকশিল্পে পরিবেশগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়
গ্রীন সোশ্যাল ডায়লগ

- ১ আলোচনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা;
- ২ পরিবেশগত ভাবে টেকসই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা;
- ৩ সামাজিক ভাবে দায়িত্বশীল অনুশীলনগুলোকে উন্নত করা;
- ৪ শ্রমিকদের জন্য কাজের অবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষার উন্নয়ন;
- ৫ সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

পোশাকশিল্পে পরিবেশগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গ্রীন সোশ্যাল ডায়ালগ

পরিবেশগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ
মোকাবিলায় গ্রীন সোশ্যাল ডায়ালগ

আলোচনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন
স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা

পরিবেশগতভাবে টেকসই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা

সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল অনুশীলনগুলোকে উন্নত করা

উপযোগী উৎপাদন
অনুশীলনসমূহ

- লাইট, ফ্যান এবং মেশিন ব্যবহার শেষে বন্ধ রাখা
- ব্যবহারের পর পানির কল বন্ধ করা এবং নিশ্চিত করা যে কল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে
- হাত বা মুখ ধোয়ার সময় অর্ধ পানির কল ছেড়ে না রাখা
- কোনো মেশিনে ত্রুটি থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে সুপারভাইজারদের জানান

শ্রমিকদের জন্য কাজের অবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষার উন্নয়ন

সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন



ফ্যাক্টরিতে বিদ্যমান বিভিন্ন কমিটির সভায় জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব বিষয়ক আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্তিকরণ

জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ ধারণাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এর কার্যকর সুফল অর্জন করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন/অংশগ্রহণকারী কমিটি সহ ফ্যাক্টরিতে বিদ্যমান বিভিন্ন কমিটির সভায় জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব বিষয়ক আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তা বাস্তবায়ন আবশ্যিক। নিম্নে এ বিষয়ক সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো:

- ১ পানির অপচয় রোধ;
- ২ বিদ্যুতের অপচয় রোধ;
- ৩ সূর্যের আলোর ব্যবহার;
- ৪ বিভিন্ন কমিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি;
- ৫ বর্জ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার।

ফ্যাক্টরিতে বিদ্যমান বিভিন্ন কমিটির সভায় জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব বিষয়ক আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্তিকরণ



প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ এখন নানা ধরনের পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। এই পরিবেশগত সমস্যার বিভিন্ন ধরন এবং কারণ থাকলেও এর বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে আমাদের প্রকৃতি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উপর। আর সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রাথমিক এবং প্রধানতম শিকার হয় মানুষসহ বিশ্বের সকল প্রাণীকুল।

যদিও পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে আমরা একেবারে বন্ধ করতে পারবো না, কিন্তু আমাদের কিছু কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করে পরিবেশগত বিপর্যয় কমিয়ে আনতে পারি।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ পোশাকশিল্পের উপর নির্ভরশীল। আর এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ৪০ লক্ষের অধিক মানুষ সংযুক্ত রয়েছে। পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাবগুলো অন্যদের সাথে এই শিল্পে যুক্ত মানুষদের জীবন ও জীবিকাকেও প্রভাবিত করে। জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ প্রকল্পের আওতায় কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক সহ সব পর্যায়ের কর্মীদের এ বিষয়ে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য শিখন উপকরণ হিসেবে চারটি (৪টি) ফ্লিপচার্ট তৈরি করা হয়েছে। জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ কর্মসূচির আওতাভুক্ত সকল অংশগ্রহণকারীদের সাথে ধারাবাহিকভাবে ফ্লিপচার্টের শিখন বার্তাগুলো উপস্থাপন করা হবে। ফ্লিপচার্টগুলো হলো:-

ফ্লিপচার্ট-১: জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

ফ্লিপচার্ট-২: প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ফ্লিপচার্ট-৩: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ফ্লিপচার্ট-৪: জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ



**Ethical
Trading
Initiative**

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পারসনদের করণীয়

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পারসনগণ নিম্নে লিখিত ব্যবহার বিধিগুলো ভালোভাবে দেখে নিবেন। রিসোর্স পারসনগণ এই বিধিগুলো অনুসরণ করলে অধিবেশন পরিচালনা সহজ হবে। ব্যবহার বিধিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার আগে অংশগ্রহণকারীদেরকে মানসিকভাবে তৈরি করে নিতে হবে এবং এই চার্ট দেখানোর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে;
২. ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে প্রশিক্ষককে অবশ্যই তা ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের সামনে দেখে দেখে পড়লে তা ভালো দেখাবে না;
৩. ফ্লিপচার্টটি এমনভাবে ধরতে হবে যাতে সব অংশগ্রহণকারী তা দেখতে পান;
৪. উপস্থাপনার সময় ফ্লিপচার্টের কোনো অংশ যাতে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে;
৫. সাধারণত ফ্লিপচার্টের এক পিঠে ছবি এবং অন্য পিঠে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা থাকে। প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নিতে হবে এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে;
 - ছবিতে আমরা কী দেখছি?
 - ছবি দেখে কী বুঝতে পারছি?
 - আমাদের চারপাশে কি এরকম দেখতে পাই?
 - এসব ক্ষেত্রে আমরা কী করি?
 - এসব ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?
৬. প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীদের একে একে আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করার সুযোগ করে দিবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করছেন প্রশিক্ষক কৌশলে তাদেরকে আলোচনায় যুক্ত করবেন;
৭. ফ্লিপচার্টের এক পিঠের ছবির উপর আলোচনা শেষ না হলে অন্য পিঠে যাওয়া উচিত নয়;
৮. ছবি দেখানো বা আলোচনা করার সময় কোনভাবেই তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় মনোযোগ রাখা কঠিন হবে;
৯. ফ্লিপচার্টের শিখনবার্তা পড়ে শোনানোর জন্য প্রশিক্ষক প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কাউকে অনুরোধ করতে পারেন;
১০. সম্পূর্ণ ফ্লিপচার্টটি উপস্থাপন করার পর প্রশিক্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন।

সংকলন ও সম্পাদনা:

আহমেদ আবু সুফিয়ান
নাফিজ মাহমুদ অয়ন

প্রকাশনা:

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ

 www.etibd.org



আরও তথ্য পেতে স্ক্যান করুন

